বিভীষণ গীতা

অনুবাদঃ সায়ন্তন রায়

বিভীষণ গীতা: একটি মহান আধ্যাত্মিক স্তবের পটভূমি ও ভূমিকা

ভূমিকা:
রামায়ণ মহাকাব্যের এক অনন্য চরিত্র বিভীষণ। তিনি রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কিন্তু তার চরিত্র ও চিন্তাধারা রাবণের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। বিভীষণ ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, এবং ভগবান রামের প্রতি অগাধ ভক্তিতে পরিপূর্ণ। রাবণের অত্যাচার ও অহংকারের বিরুদ্ধে তিনি সদা সোচ্চার ছিলেন। রামের সাথে তার সাক্ষাত ও ভক্তির কাহিনী রামায়ণের এক অপূর্ব অধ্যায়, যা মানবজাতিকে ধর্ম, ন্যায়, এবং ভক্তির মহিমা শিক্ষা দেয়।

পটভূমি:

রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেলে, রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় যাত্রা করেন। এই সময় বিভীষণ রাবণের অত্যাচার ও পাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি রাবণকে সীতাকে ফিরিয়ে দিতে এবং রামের সাথে শান্তিপূর্ণ সমঝোতা করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু রাবণ তার কথায় কর্ণপাত না করায়, বিভীষণ রামের শরণাপন্ন হন। রাম তাকে আশ্রয় দেন এবং বিভীষণের সাহায্যে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

যুদ্ধের পূর্বে, বিভীষণ রামের স্তব করেন। এই স্তবটি বিভীষণ গীতা নামে পরিচিত। এটি শুধু একটি স্তবই নয়, বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এক অপূর্ব প্রকাশ। বিভীষণ রামের মহিমা, তার অসীম শক্তি, এবং জগতের স্রষ্টা হিসেবে তার ভূমিকা বর্ণনা করেন। তিনি রামকে নমস্কার জানিয়ে বলেন, "তুমিই জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত। তুমিই সকলের পিতা, মাতা ও ধাত্রী। তুমি নিরাকার, নির্বিকার, এবং সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।"

বিভীষণ গীতার তাৎপর্য:

বিভীষণের এই স্তব শুধু রামের মহিমা কীর্তনই নয়, বরং এটি মানবজীবনের গভীর সত্যকে প্রকাশ করে। বিভীষণ রামের কাছে কেবল রাজ্য বা বৈভব চান না, তিনি চান রামের চরণে অটল ভক্তি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রামের কৃপাই হল মুক্তির একমাত্র পথ। তার এই স্তব ভক্তির মাহাত্ম্য, জ্ঞানের গুরুত্ব, এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেয়।

রামের জ্ঞানের প্রকাশ:

বিভীষণ গীতায় রামের জ্ঞান ও মহিমা সম্পর্কে গভীর তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। রাম বিভীষণকে জগতের সত্য ও মায়ার রহস্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, "এই জগৎ মায়ার দ্বারা আবৃত, যেমন শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয়। মানুষ মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পাপ ও পুণ্যের চক্রে ঘুরতে থাকে। কিন্তু যখন তারা আমাকে জানে, তখনই তারা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।" রামের এই জ্ঞান বিভীষণকে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ দেখায়।

উপসংহার:

বিভীষণ গীতা রামায়ণের একটি অমূল্য সম্পদ। এটি শুধু একটি স্তবই নয়, বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এক মহান গ্রন্থ। বিভীষণের চরিত্র আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চললে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায়। তার ভক্তি ও জ্ঞানের বাণী আজও মানবজাতিকে আলোকিত করে।

বিভীষণ গীতা এই গ্রন্থে দুই ভাবে তুলে ধরা হয়েছে | একটি অংশ অধ্যাত্ম্য রামায়ণের অপরটি গোস্বামী তুলসী দাস রচিত রামচরিতমানসের অংশবিশেষ | অধ্যাত্ম্য রামায়ণের অংশটি বিভীষণের কর্তৃক রামের স্তব বলে একে বিভীষণ গীত বলা হয় |

এই দুইটি গ্রন্থে বিভীষণ গীতার পটভূমি আলাদা আলাদা | আধ্যাত্ম্য রামায়ণ এ বিভীষণ রামের শরণে স্তব করছেন (রামায়ণের মহাযুদ্ধের পূর্বে) | কিন্তু রামচরিত মানসে রথ হীন রাম এবং রথে আসীন রাবণ এর যুদ্ধের পটভূমিতে রামের বিজয় নিয়ে বিভীষণের শঙ্কা এর প্রেক্ষিতে বিভীষণ গীতা রচিত হয়েছে |

विभीषणगीता अध्यात्मरामायणे

रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो हृष्टमानसः ।
विभीषणमथानाय्य दङ्यामास राघवम् ॥ १३॥
विभीषणस्तु साष्टाङ्ग प्रणिपत्य रघूत्तमम् ।
हर्षगद्गदया वाचा भक्तया च परयान्वितः ॥ १४॥
रामं श्यामं विशालाक्ष प्रसन्नमुखपङ्कजम् ।
धनुर्बाणधरं शान्तं लक्ष्मणेन समन्वितम् ॥ १५॥
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ १६ ॥
विभीषण उवाच ।
नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीतामनोरम ।
नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल ॥ १७॥
नमोऽनन्ताय शान्ताय रामायामिततेजसे ।
सुरीवमित्राय च ते रघूणां पतये नमः ॥ १८॥
जगदुत्पत्तिनाानां कारणाय महात्मने ।
त्रेखोक्यगुरवेऽनादिगृहस्थाय नमो नमः ॥ १९॥
त्वमादिर्जगतां राम त्वमेव स्थितिकारणम् ।
त्वमन्ते निधनस्थानं स्वेच्छाचारस्त्वमेव हि ॥ २०॥
चराचराणां भूतानां बहिरन्तश्च राघव ।
व्याप्यव्यापकरूपेण भवान् भाति जगन्मयः ॥ २१॥
त्वन्मायया हृतज्ञाना नष्टात्मानो विचेतसः ।
गतागतं प्रपद्यन्ते पापपुण्यवशात् सदा ॥ २२॥
तावत्सत्यं जगद्धाति शुक्तिकारजतं यथा
यावन्न ज्ञायते ज्ञानं चेतसानन्यगामिना ॥ २३॥
त्वदज्ञानात् सदा युक्ताः पुत्रदारगृहादिषु ।
रमन्ते विषयान् सर्वानन्ते दुःखप्रदान् विभो। । २४ ॥
त्वमिन्द्रोऽचिर्यमो रक्षो वरुणश्च तथानिलः ।
कुबेरश्च तथा रुद्रस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥ २५॥
त्वमणोरप्यणीयांश्च स्थूलात् स्थूलतरः प्रभो ।
त्वं पिता सर्वलोकानां माता धाता त्वमेव हि ॥ २६॥
आदिमध्यान्तरहितः परिपूर्णोऽच्युतोऽव्ययः ।
त्वं पाणिपादरहितश्चक्षुःश्रोत्रविवर्जितः ॥ २७॥
श्रोता द्रष्ट ग्रहीता च जवनस्त्वं खरान्तक ।

कोरोभ्यो व्यतिरिक्तस्त्वं निर्गुणो निरुपाश्रयः ॥ २८॥
निर्विकल्पो निर्विकारो निराकारो निरीश्वरः ।
षद्वावरहितोऽनादिः पुरुषः प्रकृते परः ॥ २९॥
मायया गृह्यमाणस्त्वं मनुष्य इव भाव्यसे ।
ज्ञात्वा त्वां निर्युणमजं वेष्णवा मोक्षगामिनः ॥ ३० ॥
अहं त्वत्पादसद्धक्तिनिःश्रेणीं प्राप्य राघव ।
इच्छामि ज्ञानयोगाख्यं सोधमारोटुमीश्वर ॥ ३१ ॥
नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम ।
रावणारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् ॥ ३२॥
ततः प्रसन्नः प्रोवाच श्रीरामो भक्तवत्सलः ।
वरं वृणीष्व भद्रं ते वाञ्छितं वरदोऽस्म्यहम् ॥ ३३ ॥
विभीषण उवाच ।
धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि कृतकार्योऽस्मि राघव ।
त्वत्पाददर्शनादेव विमुक्तोऽस्मि न संशयः ॥ ३४॥
नास्ति मत्सदृशो धन्यो नास्ति मत्सदृशः शुचिः ।
नास्ति मत्सदशो रोके राम त्वन्मूर्तिदर्शनात् ॥ ३५॥
कर्मबन्धविनाशाय त्वज्ज्ञानं भक्तिटक्षणम् ।
त्व्यानं परमार्थं च देहि मे रघुनन्दन ॥ ३६॥
न याचे राम राजेन्द्र सुखं विषयसंभवम् ।
त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥ ३७॥

বাংলা লিপি

রামস্য বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো হৃষ্টমানসঃ।
বিভীষণমথানায্য দণ্ডযামাস রাঘবম্ ॥ ১৩॥
বিভীষণস্তু সাষ্টাঙ্গ প্রণিপত্য রঘূত্তমম্।
হর্ষগদ্রদয়া বাচা ভক্ত্যা চ পরযান্বিতঃ ॥ ১৪॥
রামং শ্যামং বিশালাক্ষ প্রসন্নমুখপঙ্কজম্।
ধনুর্বাণধরং শান্তং লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্ ॥ ১৫॥
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ১৬॥
বিভীষণ উবাচ।
নমস্তে রাম রাজেন্দ্র নমঃ সীতামনোরম।
নমস্তে চণ্ডকোদণ্ড নমস্তে ভক্তবত্সল ॥ ১৭॥
নমোঽনন্তায শান্তায রামাযামিততেজসে।
সুগ্রীবমিত্রায চ তে রঘূণাং পতযে নমঃ ॥ ১৮॥
জগদুৎপত্তিনানাং কারণায মহাত্মনে।
ত্রৈলোক্যগুরবেঽনাদিগৃহস্থায নমো নমঃ ॥ ১৯॥
ত্বমাদির্জগতাং রাম ত্বমেব স্থিতিকারণম্।
ত্বমন্তে নিধনস্থানং স্বেচ্ছাচারস্ত্বমেব হি ॥ ২০॥
চরাচরাণাং ভূতানাং বহিরন্তশ্চ রাঘব।
ব্যাপ্যব্যাপকরূপেণ ভবান্ ভাতি জগন্ময়ঃ ॥ ২১॥
ত্বন্মাযয়া হৃতজ্ঞানাঃ নষ্টাত্মানো বিচেতসঃ।
গতাগতং প্রপদ্যন্তে পাপপুণ্যবশাৎ সদা ॥ ২২॥

তাবত্সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকারজতং যথা।
যাবন্ন জ্ঞাযতে জ্ঞানং চেতসাননন্যগামিনা ॥ ২৩॥
ত্বদজ্ঞানাৎ সদা যুক্তাঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
রমন্তে বিষযান সর্বানন্তে দুঃখপ্রদান বিভো ॥ ২৪॥
ত্বমিন্দ্রোঽগ্নির্যমো রক্ষো বরুণশ্চ তথানিলঃ।
কুবেরশ্চ তথা রুদ্রস্ত্বমেব পুরুষোত্তম ॥ ২৫॥
ত্বমণোরপ্যণীযাংশ্চ স্থূলাৎ স্থূলতরঃ প্রভো।
ত্বং পিতা সর্বলোকানাং মাতা ধাতা ত্বমেব হি ॥ ২৬॥
আদিমধ্যান্তরহিতঃ পরিপূর্ণোঽচ্যুতোঽব্যযঃ।
ত্বং পাণিপাদরহিতশ্চক্ষুঃশ্রোত্রবিবর্জিতঃ ॥ ২৭॥
শ্রোতা দ্রষ্টা গ্রহীতা চ জবনস্ত্বং খরান্তক।
কোরোভ্যো ব্যতিরিক্তস্ত্বং নির্গুণো নিরুপাশ্রযঃ ॥ ২৮॥
নির্বিকল্পো নির্বিকারো নিরাকারো নিরীশ্বরঃ।
ষড্ভাবরহিতোঽনাদিঃ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ২৯॥
মাযয়া গৃহ্যমাণস্ত্বং মনুষ্য ইব ভাব্যসে।
জ্ঞাত্বা ত্বাং নির্গুণমজং বিষ্ণু মোক্ষগামিনঃ ॥ ৩০॥
অহং ত্বৎপাদসদ্ভক্তিনিঃশ্রেণীং প্রাপ্য রাঘব।
ইচ্ছামি জ্ঞানযোগাখ্যং সোধমারোঢুমীশ্বর ॥ ৩১॥
নমঃ সীতাপতে রাম নমঃ কারুণিকোত্তম।
রাবণারে নমস্তুভ্যং ত্রাহি মাং ভবসাগরাত্ ॥ ৩২॥
ততঃ প্রসন্নঃ প্রোবাচ শ্রীরামো ভক্তবত্সলঃ।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে বাঞ্ছিতং বরদোঽস্ম্যহম্ ॥ ৩৩॥
বিভীষণ উবাচ।
ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি কৃতকার্যোঽস্মি রাঘব।
ত্বৎপাদদর্শনাদেব বিমুক্তোঽস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪॥
নাস্তি মত্সদৃশো ধন্যো নাস্তি মত্সদৃশঃ শুচিঃ।
নাস্তি মত্সদশো রোকে রাম ত্বন্মূর্তিদর্শনাত্ ॥ ৩৫॥
কর্মবন্ধবিনাশায ত্বজ্জ্ঞানং ভক্তিটক্ষণম্।
ত্বয্যানং পরমার্থং চ দেহি মে রঘুনন্দন ॥ ৩৬॥
ন যাচে রাম রাজেন্দ্র সুখং বিষয়সম্ভবম্।
ত্বৎপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্তু মে ॥ ৩৭॥

(অনুবাদ -গদ্য রূপ)

রামের বাক্য শুনে সুগ্রীব হৃষ্টমনা হয়ে উঠলেন। তিনি বিভীষণকে আনিয়ে রাঘব (রাম) এর কাছে উপস্থিত করলেন। বিভীষণ অষ্টাঙ্গ প্রণাম করে রঘুত্তম রামকে প্রণিপাত করলেন। তিনি আনন্দে আপ্লুত হয়ে ভক্তিপূর্ণ ও পরম শ্রদ্ধাযুক্ত বাক্যে রামকে সম্বোধন করলেন। রাম, যিনি শ্যামবর্ণ, বিশালাক্ষ, প্রসন্ন মুখপদ্মের মতো, ধনুর্ধর, শান্ত ও লক্ষ্মণের সঙ্গে অবস্থান করছেন—তাঁকে দেখে বিভীষণ কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তব করতে শুরু করলেন।

বিভীষণ বললেন:

"হে রাজেন্দ্র রাম, আপনাকে প্রণাম। হে সীতামনোরম, আপনাকে প্রণাম। হে চণ্ডকোদণ্ডধারী, আপনাকে প্রণাম। হে ভক্তবৎসল, আপনাকে প্রণাম। হে অনন্ত, শান্ত, অমিততেজা রাম, আপনাকে প্রণাম। হে সুগ্রীবের মিত্র, হে রঘুকুলের পতি, আপনাকে প্রণাম। হে জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ মহাত্মন, আপনাকে প্রণাম। হে ত্রিলোকের গুরু, হে অনাদি গৃহস্থ, আপনাকে বারবার প্রণাম।

হে রাম, আপনি জগতের আদি, আপনি স্থিতির কারণ, আপনি অন্তে সকলের নিধনস্থান। আপনি স্বেচ্ছাচারী। হে রাঘব, আপনি চরাচর সমস্ত প্রাণীর বাহ্যিক ও আন্তরিক রূপে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। আপনি জগন্ময় রূপে প্রকাশিত। আপনার মায়ায় জ্ঞানহারা হয়ে মানুষ পাপ-পুণ্যের বশে গতাগতি করে। যতক্ষণ না চেতনা একাগ্র হয়ে জ্ঞান লাভ করে, ততক্ষণ জগৎ শুক্তিতে রজতের মতো মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হয়।

আপনার অজ্ঞানত্বের কারণে মানুষ সন্তান, স্ত্রী, গৃহাদিতে আসক্ত হয়ে সমস্ত বিষয় ভোগ করে, কিন্তু শেষে তা দুঃখপ্রদ হয়। হে প্রভু, আপনি ইন্দ্র, যম, রক্ষ, বরুণ, বায়ু, কুবের ও রুদ্র—আপনিই পুরুষোত্তম। আপনি অণু থেকে অণুতর, স্থূল থেকে স্থূলতর। আপনি সমস্ত লোকের পিতা, মাতা ও ধাতা। আপনি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, পরিপূর্ণ, অচ্যুত ও অব্যয়। আপনি পাণিপাদহীন, চক্ষুঃশ্রোত্রবিবর্জিত, কিন্তু আপনি শ্রোতা, দ্রষ্টা ও গ্রহীতা। আপনি খরান্তক, নির্গুণ, নিরুপাশ্রয়, নির্বিকল্প, নির্বিকার, নিরাকার ও নিরীশ্বর। আপনি সত্ব, রজ ও তম গুণত্রয় থেকে মুক্ত, অনাদি ও প্রকৃতির পর।

আপনি মায়ায় আবৃত হয়ে মানুষের মতো প্রকাশ পাচ্ছেন। যারা আপনাকে নির্গুণ, অজ ও বিষ্ণুরূপে জানে, তারা মোক্ষলাভ করে। হে রাঘব, আমি আপনার চরণভক্তির সিঁড়ি পেয়ে জ্ঞানযোগ নামক সাধনপথে আরোহণ করতে ইচ্ছুক। হে সীতাপতি রাম, হে করুণাসাগর, হে রাবণের শত্রু, আমাকে সংসারসাগর থেকে রক্ষা করুন।"

তখন ভক্তবৎসল শ্রীরাম প্রসন্ন হয়ে বললেন:
"বর প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে বরদান করব।"

বিভীষণ বললেন:
"হে রাঘব, আমি ধন্য, কৃতার্থ ও কৃতকার্য হয়েছি। আপনার চরণদর্শনে আমি মুক্ত হয়েছি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনার মূর্তিদর্শনে আমার মতো ধন্য, শুচি ও লোকসংসারে আমার মতো কেউ নেই। হে রঘুনন্দন, আমাকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করতে আপনার জ্ঞান, ভক্তি ও পরমার্থ দান করুন। হে রাজেন্দ্র রাম, আমি বিষয়সুখ প্রার্থনা করি না। আপনার চরণকমলে আমার ভক্তি সদা প্রতিষ্ঠিত হোক।"

গোস্বামী তুলসীদাস রচিত রামচরিতমানসের বিভীষণ গীতা

রাবনু রথী বিরথ রঘুবীরা।

দেখি বিভীষন ভযউ অধীরা।।1।।

অধিক প্রীতি মন ভা সংদেহা।

বংদি চরন কহ সহিত সনেহা।।2।।

নাথ ন রথ নহিং তন পদ ত্রানা।

কেহি বিধি জীতব বীর বলবানা।।3।।

সুনহু সখা কহ কৃপানিধানা।

জেহিং জয হোই সো স্যংদন আনা।।4।।

সৌরজ ধীরজ তেহি রথ চাকা।

সত্য সীল দৃঢ় ধ্বজা পতাকা।।5।।

বল বিবেক দম পরহিত ঘোরে।

ক্ষমা কৃপা সমতা রজু জোরে।।6।।

ঈস ভজনু সারথী সুজানা।

বিরতি চর্ম সংতোষ কৃপানা।।7।।

দান পরসু বুধি সক্তি প্রচংডা।

বর বিগ্যান কঠিন কোদংডা।।8।।

অমল অচল মন ত্রোন সমানা।

সম জম নিযম সিলীমুখ নানা।।9।।

কবচ অভেদ বিপ্র গুর পূজা।

এহি সম বিজয উপায ন দূজা।।10।।

সখা ধর্মময অস রথ জাকেং।

জীতন কহন কতহুরিপু তাকেং।।11।।

মহা অজয সংসার রিপু জীতি সকই সো বীর।

জাকেং অস রথ হোই দৃঢ় সুনহু সখা মতিধীর।।12।।

সুনি প্রভু বচন বিভীষন হরষি গহে পদ কংজ।

এহি মিস মোহি উপদেসেহু রাম কৃপা সুখ পুংজ।।13।।

(অনুবাদ -গদ্য রূপ)

রাবণ রথী, রঘুবীর রথহীন—এই দৃশ্য দেখে বিভীষণের হৃদয় ভয়ে অধীর হয়ে উঠল। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, রাম রথহীন, আর রাবণ রথে চড়ে যুদ্ধ করছে। এই অবস্থায় কীভাবে রামের জয় হবে? এই সংশয়ে বিভীষণ রামের চরণে প্রণাম করে স্নেহভরে বললেন, "হে প্রভু, আপনার কোনো রথ নেই, শরীরে কোনো বর্মও নেই। এমন অবস্থায় কীভাবে এই বলবান রাবণকে জয় করবেন? হে কৃপানিধান, আমাকে বলুন, কোন উপায়ে আপনার জয় হবে?"

রাম মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, "শোনো, সখা বিভীষণ। আমার রথ আছে, কিন্তু তা এই পৃথিবীর সাধারণ রথ নয়। আমার রথের চাকা দুটি—একটি হলো ধৈর্য, অন্যটি হলো সাহস। সত্য ও সদাচার আমার রথের দৃঢ় পতাকা। বল, বিবেক, দম (আত্মসংযম), এবং পরহিত (পরোপকার) আমার রথের ঘোড়া। ক্ষমা, দয়া, এবং সমতা (মনের সমতা) আমার রথের দৃঢ় রজ্জু।

হে বিভীষণ, আমার সারথি হলেন ঈশ্বরের আরাধনা, যা আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। বিরতি (ইন্দ্রিয়সংযম) এবং সন্তোষ আমার রথের চর্ম (আবরণ)। দান, পরশু (বুদ্ধি), এবং শক্তি আমার প্রচণ্ড অস্ত্র। জ্ঞান ও বর (ঈশ্বরের কৃপা) আমার কঠিন ধনুক। আমার মন নির্মল, অচল, এবং ত্রাণকর্তার মতো দৃঢ়। সমতা, যম, নিয়ম, এবং শীল (নৈতিকতা) আমার রথের নানাবিধ অস্ত্র। ব্রাহ্মণ ও গুরুপূজা আমার অজেয় কবচ। এই সমস্ত গুণই আমার যুদ্ধের উপায়, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো উপায় নেই।

হে সখা, এই ধর্মময় রথে চড়ে যে যোদ্ধা যুদ্ধ করে, তাকে কোনো শত্রুই পরাজিত করতে পারে না। এই রথ যার আছে, সেই মহাবীরই সংসাররূপী শত্রুকে জয় করতে পারে। হে মতি ধীর, শোনো, এই রথ যার আছে, তার জয় অবশ্যম্ভাবী।

রামের এই বাক্য শুনে বিভীষণ আনন্দে আপ্লুত হয়ে তাঁর পদ্মসম চরণে প্রণাম করলেন। তিনি বললেন, "হে প্রভু, আপনার এই উপদেশ আমার হৃদয়ে গেঁথে রাখব। এটি রামকৃপার সুখপুঞ্জ, যা আমাকে চিরকাল আলোকিত করবে।